দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বৃহস্পতিবার, ২৯ আশ্বিন ১৪১৭, ১৪ অক্টোবর ২০১০

উন্নয়ন : সরকারের ভূমিকা

ড. এম আজিজুর রহমান

ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর নবম। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে ভারত, পূর্বে ভারত ও মায়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশে ৬টি বিভাগ ৬৪টি জেলা, ৫০৮টি উপজেলা বা থানা, ৪৪৬৬টি ইউনিয়ন, ৫৯,২২৯টি মৌজা, ২,৫৪,৯০,৮২২টি একক পরিবার এবং ২০০১ সালের তথ্যমতে প্রতি পরিবারে প্রায় ৪.৯ সদস্যের বাস। ২০০৮ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৪৫ লক্ষ। পুরুষ ৭ কোটি ৪০ লাখ এবং মহিলা ৭ কোটি ৫ লাখ। শহরের বসবাসকারী জনসংখ্যা ৭৫ ভাগ। সুসংবাদের ভেতরে বাৎসরিক জন্ম হার ক্রমহ্রাসমান যা ২০০৮ সালে দাঁড়িয়েছে ১.৩৯%। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যা ১ হাজারের অধিক বা ৯৭৯। আরো একটি সুসংবাদ হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে গড়পরতা ৬৬.৭ বছরে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যাশিতভাবে সত্য মহিলাদের গড়পরতা আয়ুষ্কাল ৭০ বছর। যেখানে পুরুষের গড়পরতা আয়ুষ্কাল ৬৫.৬ বছর। দেশের মোট জনসংখ্যা ২০১৫ সালের ভেতরে প্রায় ১৬ কোটিতে দাঁড়াতে পারে। টাকার বর্তমান মূল্য অনুযায়ী ২০০৭-২০০৮ সালে মোট জিডিপি এর পরিমাণ ৫,৪১৯ বিলিয়ন টাকা বা মাথা প্রতি জিডিপি ৩৮,০৫৬ টাকা। মাথাপ্রতি বছরে ৫৫৪ ডলার। মাথাপ্রতি জিডিপি গড়পরতা ৪১,১০৩ টাকা বা ৫৯৯ ডলার।

বাংলাদেশ একটি উন্মুক্ত বাজার- উন্মুক্ত অর্থনীতির দেশ। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ সাম্যবাদ বা সমাজতান্ত্রিক নয়। বাজার অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়,মান-পরিমাণ, মূল্য সবকিছুই নির্ধারিত হয়। দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন,পরিমাণ এবং মূল্য নির্ধারণে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের প্রভাব থাকে না। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সরকার সবকিছুর সমন্বয়ে নির্ধারিত হয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশে সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাব-অনটন দূর করা, মৌলিক চাহিদাগুলো যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ, আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং আয়ের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন নিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্নভাবে একটি সুখীসমৃদ্ধ জীবন-যাপন ও সমাজ গঠন। বাজার অর্থনীতিতে বাজার পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন,সরবরাহ, চাহিদা পূরণ, দ্রব্যসামগ্রীর বিতরণ ইত্যাদি সবকিছু সম্পন্ন হলেও অনেক অদক্ষতা ও শূন্যতা, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না। অনেক সময় উন্মুক্ত বাজার উন্মুক্ত- অর্থনীতি কোন না কোনভাবে এবং কিছুটা হলেও বর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। ফলে সুষ্ঠু দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়নের পরিবর্তে দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং অপরাগ জনগোষ্ঠী আর্থিকভাবে বড় বৈষম্যের স্বীকার হতে পারে। তাই বাজার অর্থনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক কার্যক্রম সাপেক্ষে মাঝে মধ্যেও বা প্রায়শই সরকারি হস্তক্ষেপ বিশেষ প্রয়োজন হয়। যেমন- দ্রব্যমূল্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বা উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয়। নির্দিষ্ট আয়ের জনগণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এমনকি চাল, ডাল, ওষুধপত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা বাবদ খরচ বহন করতে নিম্নআয়ের লোকদের বড় বেগ পেতে হয়। তাই মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিবেশে সংকুচিত অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে ঋণ ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। আর্থিকভাবে দেশে মন্দাভাব বিরাজ করলে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ নাম একটি আর্থিক জ্বালাময়ী পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বেকার সমস্যা দূরীকরণে দারিদ্র্যবিমোচন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিকল্পে বাজার অর্থনীতিতে সরকারের সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক পলিসি গ্রহণ করতে হয়। বাজার অর্থনীতিতে ভোক্তারা চান কম দামের ভাল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে। উদ্যোক্তারা চান যেকোন কিছুর বিনিময়ে অধিক উৎপাদন ও সরবরাহ করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুনাফা অর্জন করতে। উদ্যোক্তারা অধিক লাভের আশায় নেতিবাচক বাহ্যিকতা (Negtive externality) কে প্রশ্রয় দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। যেমন আমি মৌচাকের বাগান দিয়ে মুনাফা অর্জন করবো কিন্তু আমার মৌমাছি প্রতিবেশীকে কামড়ে রোগাক্রান্ত করবে তা নিয়ে আমার একটুও চিন্তা ভাবনা নেই। আমার উৎপাদন কেন্দ্র থেকে আলো,পানি, বায়ু ইত্যাদি দূষিত হবে তা নিয়ে আমি একটুও ভাবিনা। আবার একচেটিয়া বাজারের সুযোগ নিয়ে অনেকেই নিম্নমানের জিনিস বেশি দামে বিক্রি করে ভোক্তার শান্তি বিনষ্ট করবে সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ট্যাক্স আরোপসহ বাজার অর্থনীতির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে সরকার প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করবে। In the open market open economy environment,We all be have as if we are a free rider। উনি ঘোড়া কিনেছেন তাই আমি নিজে না কিনে তার ঘোড়ায় চড়ব। ব্যক্তিগতভাবে আমরা সামাজিক মূলধন গঠনে সাধারণত কোন বিনিয়োগ করি না। তাই সরকারকে সুষ্ঠু হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রাস্তাঘাট ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরি করতে প্রকল্প হাতে নিতে হয়। এটাকেই বলে Supervised market economy বা Managed capitalism বা Mixed economy ইত্যাদি। ওপরের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বাজার অর্থনীতিতে বাজারের ব্যর্থতা আসতে পারে যা উত্তরণে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন (জিডিপি) বা প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ইত্যাদি কারণেই সে দেশকে উন্নত বলা যায় না। উন্নয়নের আরেকটি নাম সুখীসমৃদ্ধ সমাজ অর্থাৎ মানুষে মানুষে, গোত্রে গোত্রে বৈষম্য হবে ন্যূনতম। সামগ্রিকভাবে না হলেও যতটুকু সম্ভব আয়ের পার্থক্য বা আয় উন্নতির সমভাবে বিতরণ সম্ভব না হলেও যতটুকু সম্ভব পার্থক্য কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার গুরুদায়িত্ব সরকারের হাতেই থাকে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে মানুষ-মানুষে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য থাকবে এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। আয়, উন্নতির সুষ্ঠু বিতরণের দায়িত্বটি সুস্পষ্টভাবে অর্পিতভাবে হয় সরকারের ওপর। তবে সরকারের যথেষ্ট আয়, উপার্জন থাকতে হবে যা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে সরকারি আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে সুষ্ঠু জনকল্যাণার্থে সামাজিক বেষ্টনি তৈরি করে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ করবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আয়কর প্রশাসনকে আরো কঠোর হতে হবে। আয়করের আওতা ও আয়করের হার বাড়াতে হবে যাতে করে সামাজিক আয় বৃদ্ধি, আয়ের সুষ্ঠু বিতরণ তাৎপর্যপূর্ণভাবেই সম্ভব হয়। ফলশ্রুতিতে আয়ের অসমতা ও বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং দারিদ্র্যবিমোচিত হবে। সমগ্র সমাজ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে। সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, স্থিতিশীল উন্নয়ন, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার আসন অর্জন এবং বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে অনুকূল ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি।

সরকারি হস্তক্ষেপের আরো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজার অর্থনীতিতে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা আনয়ন। এ জন্য একচেটিয়া এবং উচ্চমূল্য থেকে ভোক্তাদের মুক্তি দান, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধ Antitrust আইন প্রণয়ন, উৎপাদনের উপকরণের দক্ষ বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি, অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতার সুবিধা প্রদান, দ্রব্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, তথ্যবহুল লেনদেন,ব্যবসায় বাণিজ্য করা-না-করার স্বাধীনতা, ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা প্রদান, দুর্নীতিমুক্ত বাজার ও সমাজ গঠন,ভোক্তাদের সুবিধার্থে Tariff কমানো, আমদানি Quota বৃদ্ধি, কাঁচামালের প্রতি আমদানি কর হ্রাসকরণ, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, রফতানীখাতে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। আবারও উল্লেখ্য নিত্য প্রয়োজনীয়খাতে ভর্তুকি প্রদান, আয়ের সুষ্ঠু বিতরণ, দরিদ্র গোষ্ঠীর প্রতি Transfer Payment (TP) Progressive Tax আরোপ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর Tax আরোপ ইত্যাদি এবং বাস্তব প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বাজার অর্থনীতিকে বলা হয় মিশ্র অর্থনীতি, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, Supervised বাজার অবকাঠামো। অতি সম্প্রতি ১৯৮০ সাল থেকে এধরনের অর্থনীতিকে আবার Welfare State বা কল্যাণকর রাষ্ট্রও বলে।

বাংলাদেশে সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাব-অনটন দূর করা, মৌলিক চাহিদাগুলো যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ, আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং আয়ের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন নিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্নভাবে একটি সুখীসমৃদ্ধ জীবন-যাপন ও সমাজ গঠন।

লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।